যুগান্তর

0 1 FEB 2000

৩০ লাখ টাকা ঘুষ না দেয়ায় ৪ বছর বন্ধ ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের নির্মাণ কাজ

এম জাহাঙ্গীর

...ভ পহেলা ফেব্রুয়ারি। এ ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হলেই আন্তর্জাতিক ...তৃভাষা ইন্সটিটিউটের কথা মনে পড়ে। বছর যায়, বছর আসে। ...ভাবে ৭ বছর পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত ইন্সটিটিউটের ভবন ...র্মাণ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। চার বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার ...। আজ ভবনটির নির্মাণ কাজ আবার শুরু হওয়ার কথা। বছরের পর ...র এ ইন্সটিটিউটের নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকার পেছনের ঘটনা বড় ...ময়কর। যুগান্তরের অনুসন্ধানে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য বেরিয়ে ...সছে।

...বিশ্বাস্য হলেও সত্য, ৩০ লাখ টাকা ঘুষ না দেয়ায় কাজ শুরু হওয়ার ...মাসের মাথায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মৌখিক নির্দেশে নির্মাণ কাজ ... করে দেয়া হয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তৎকালীন শিক্ষা সচিব ...দুল আলম যুগান্তরের কাছে নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩০ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন। তিনি এ ঘটনার তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন। চার বছর পর কাজ শুরু হলেও অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয় এখন ২ কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রকল্প কাটছাঁট করেও ব্যয় কমানো যাচ্ছে না। এছাড়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে কমপক্ষে ৬ কোটি টাকা। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তৎকালীন সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি ২০০০ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। রাজনৈতিক বিদ্বেষ ছাড়াও জোট সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও আমলাদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণ মাতৃভাষা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

মাতৃভাষা : ইন্সটিটিউটের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রায় ৪ বছর পিছিয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে, প্রথমত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কাজটি যথাসময়ে শুরু হতে পারেনি। প্রকল্প সংশোধন করার নামে সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে। উপরন্তু, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দ্বন্দ্ব প্রকল্পের কাজকে আরও পিছিয়ে দেয়। একপর্যায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তথা তার কার্যালয়ের নির্দেশে প্রকল্পের কাজ ছয় মাসের মাথায় বন্ধ করে দেয়া হয়। ১১ মাস কাজ বন্ধ থাকার পর পুনরায় প্রকল্পের কাজ শুরুর উদ্যোগ নেয়া হলেও অদৃশ্য ইঙ্গিতে তা দফায় দফায় পিছিয়ে যায়। পরিকল্পনা কমিশনও সংশোধিত পিপি'র বিষয়ে মতামত প্রদান করতে মাসের পর মাস পার করে দেয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কাকরাইল মসজিদের বিপরীতে সরকারি জায়গায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রতীকী মূল্যে সরকারি ১ একর ৩ শতক জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০ তলা ভিতসহ ৩ তলা ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপনের প্রকল্পটি ২০০০ সালের ৮ আগস্ট একনেক থেকে অনুমোদন লাভ করে। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০০১ সালের ১৯ জুন ভবন নির্মাণের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে সঙ্গে নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই বছরের ১৫ মার্চ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দরপত্রের দেয়া শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি ২০০২ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটিকে ঘিরে শুরু হয় রাজনীতির নোংরা খেলা। কাজ শুরুর প্রাথমিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কাজ পিছিয়ে যায়। পিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০২ সালের ৬ জুলাই প্রি-একনেক সভায় পিপি উপস্থাপন করা হয়। প্রি-একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংযোজন ও সংশোধন করে একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য পিপি প্রস্তুত করা হয়।

মূল পিপিতে ভবন নির্মাণ ব্যয় ১১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা থাকলেও রড-সিমেন্টের দাম বৃদ্ধির কারণে প্রথম সংশোধিত পিপিতে নির্মাণ ব্যয় ৫ কোটি টাকা বেড়ে ১৬ কোটি ৪৩ লাখ ৪০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৩ সালের ২ মে প্রি-একনেক সভায় সুপারিশকৃত সংশোধিত পিপি পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। দু'মাস পর ২০০৩ সালের ৪ এপ্রিল আগের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকে ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

ওই সময় জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তর তুলে ফেলে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুককে দিয়ে নতুন করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করানো হয়। ৫ মাসের মাথায় ওই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশের বরাত দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়।

এরপর অন্তহীন কাহিনী। নতুন রেটে পিপি সংশোধন, ভবনের আকার পরিবর্তন ও নানা ছলচাতুরির কারণে স্বপ্নের ভাষা ইন্সটিটিউট ভবনের নির্মাণ কাজ থেমে থাকে। অনেক ... পেয়েছে। ঠিকাদারের কোন ত্রুটি ছাড়া কাজ বিলম্ব রাখার কারণে মাসিক ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকা হিসেবে চার বছর ৩ মাসের জন্য কমপক্ষে ৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এদিকে কাজ বন্ধ করে দেয়ার নেপথ্য কারণ হিসেবে ওই সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া পিপি সংশোধন করার তেমন প্রয়োজন ছিল না। তারপরও পিপি সংশোধন করা হলেও কাজটি শুরু করার সময় ভবনের নকশা প্রণয়নকারী 'বসত' নামের আর্কিটেক্ট প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা নিয়ে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক আর্কিটেক্ট প্রতিষ্ঠানটি রেখে করতে চাইলেও প্রতিমন্ত্রী রাজি ছিলেন না। এছাড়া ঠিকাদারের কাছ থেকে কমিশন আদায় করার অভিযোগও ছিল। এক পর্যায়ে বিষয়টি হাওয়া ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত গড়ায়। সবশেষে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা কাজটি বন্ধ রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মৌখিকভাবে নির্দেশ দেন। মন্ত্রণালয় থেকে লিখিত নির্দেশ চাওয়া হলেও কাজ হয়নি। মেসেজটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলা হলে অগত্যা কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, সবকিছু দেখাশোনা করেছেন মন্ত্রী। তিনি এসব ফাইল দেখতেন না এবং এ প্রকল্পের কোন বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলেন, আমার দোষ খুঁজে লাভ নেই। কেন কাজ বন্ধ করা হয়েছিল, মন্ত্রী-সচিবকে জিজ্ঞেস করুন। এহছানুল হক মিলন বলেন, তাকে জড়িয়ে যা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য এসব বলা হচ্ছে।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ওই সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম যুগান্তরকে বলেন, এ ইন্সটিটিউট কবেই নির্মাণ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি হাজার চেষ্টা করেও পারেননি। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, হারিছ চৌধুরী এবং এহছানুল হক মিলন ঠিকাদারের কাছে ৩০ লাখ টাকা ঘুষ বা কমিশন দাবি করেছিলেন। ঠিকাদারের বাড়ি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এলাকায় হওয়ায় তিনি টাকা দিতে রাজি হননি। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কানেও পৌঁছেছিল। এ নিয়ে তিক্ততার অনেক কিছু ঘটে। একদিন এ বিষয়ে ঘটনার সুরাহা করতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, হারিছ চৌধুরী এবং তাকেসহ কয়েকজনকে ডেকে পাঠান। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নানারকম অভিযোগ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে ঘুষ চাওয়ার বিষয়টিও উঠে আসে। শহীদুল আলম বলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কাজটি চালু রাখার যৌক্তিকতা বোঝাতে পারেননি। অতঃপর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। সাবেক এ সচিব বলেন, বর্তমান সরকারের সময় বহু দুর্নীতির বিচার হচ্ছে। অথচ এত বড় অন্যায়ের বিচার হয়নি। তিনি পুরো ঘটনার তদন্ত দাবি করেন।

শিক্ষা সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে গতকাল যুগান্তরকে বলেন, এ ব্যাপারে তিনি ...